দৈনিক জনকণ্ঠ

130

তারিখ ... AUG 10 1999 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সীমাহীন সমস্যার কবলে জগন্নাথ কলেজ

ঐতিহ্যবাহী শতাব্দী প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী জগন্নাথ কলেজ। আজ পর্যন্ত যার সমস্যার কোন শেষ নেই। সমস্যা যেন অক্টোপাসের মতো লেগেই আছে। গত ০২/১১/৯৫ তারিখে কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এরপর আর বেশি দূর এগোয়নি। ঘোষণা ঘোষণাতেই রয়ে গেল। বর্তমান সরকারেরও কোন উদ্যোগ নেই এ ব্যাপারে। গত ০৫/১১/৯৬-এ ছাত্রলীগের নবীণ বরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতে বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হবে। কবে হবে শুধু তিনিই জানেন। লাইব্রেরীর বই, খেলাধুলার সরঞ্জামের অপ্রতুলতার কথা তাঁকে জানানো হলে তিনি অচিরেই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। নতুন নতুন বই লাইব্রেরীতে আসবে। লাইব্রেরীতে গেলে সংবাদপত্র ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। পাঠ্য বই নেই বলেই চলে। যাতায়াতের জন্য মাত্র চারটি কোস্টার। কোন দিন চারটি এক সাথে চলছে বলে মনে হয়না। ছাত্র-ছাত্রীরা বাদুড়ঝোলা হয়ে কলেজে আসা-যাওয়া করছে কোনমতে। তারপর ইংলিশ রোডের ঐতিহ্যবাহী কৃত্রিম জ্যাম। ইচ্ছা করে রাস্তার দু'পাশে ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। কলেজে ছাত্র সংসদ নেই প্রায় দশ বছর ধরে। ছাত্র সংসদ না থাকা সত্ত্বেও ছাত্র সংসদের ফী ঠিকই নেয়া হচ্ছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কোন উদ্যোগ নেই। গত ২২/৭/৯৯ তারিখে কলেজে গিয়ে পার্ট-১ পরীক্ষার জন্য প্রবেশ পত্র প্রদান করার কথা জানতে পারি। গিয়ে দেখি বিভাগীয় কর্মচারীরা প্রতি প্রবেশ পত্রের জন্য ৫০ টাকা করে নিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা জানান, কর্তৃপক্ষের আদেশে টাকা নেয়া হচ্ছে। টাকা নেয়া হলেও টাকা গ্রহণের কোন রসিদ দেয়া হচ্ছে না। অনেক পরীক্ষার্থীকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে টাকা না দেয়ার জন্য। যদি তাই হয় ৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী পার্ট-১ পরীক্ষা দিলে জন প্রতি ৫০ টাকা দিলে মোট টাকা দাঁড়ায় ২,৫০,০০০/=।

আমার প্রশ্ন, এ টাকা কোথায়, কোন্ খাতে যাবে? বিষয়টি খোলাসা করা দরকার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সমস্যাগুলো সমাধানের অনুরোধ রইল।

এম, এইচ, মাসুদ
অনার্স পার্ট-৩, পদার্থবিদ্যা,
সরকারী জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।